দৈনিক ইত্তেফাক

৩।৬।২০০৩

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ ৪৬টি শিক্ষকের পদ শূন্য

দিনাজপুর সংবাদদাতা ॥ প্রায় ৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ করা হইলেও অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ ৪৬ জন শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ইহার শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। কলেজে আবাসিক সমস্যা থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনের সঙ্কটও রহিয়াছে। দিনাজপুরবাসীর দাবীর মুখে দিনাজপুর সরকারী কলেজের মুসলিম হোস্টেলে ১৯৯২ সালের ১৬ই অক্টোবর এই কলেজের পাঠ্যক্রম শুরু হয়। আট বছর হইতে আনন্দ সাগরের নিকট (১৩শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ

(৩য় পৃঃ পর)

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণ কাজের পর ২০০০ সালের ৩০শে জুন এই কাজ শেষ হয়। উক্ত সালের ১লা আগস্ট হইতে আনন্দ সাগরে এই কলেজের নিজস্ব ভবনে পাঠ্য কার্যক্রম শুরু হয়। মোট ২৪ দশমিক ৫ একর জমির উপর নির্মিত এই কলেজের জমির মূল্য ২১ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা পরিশোধসহ নির্মাণ কাজে ব্যয় হইয়াছে ৫০ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা।

দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৫৩ জন। উক্ত কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে ১০টি ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩টি ব্যাচ এমবিবিএস শেষ পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে ১৩৭ জন ছাত্রীসহ মোট ৩৩০ জন ছাত্রছাত্রী চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও উক্ত কলেজে শিক্ষক সঙ্কট চরমে। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ ৪৬টি শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের সূত্র মতে, অধ্যক্ষ ১ জন, উপাধ্যক্ষ ১ জন, অধ্যাপক ২২ জন, সহযোগী অধ্যাপক ২৭ জন, সহকারী অধ্যাপক ২৭ জন, কিউরেটর ২ জন, প্রভাষক ৩১ জন, প্যাথলজিষ্ট ২ জন, বায়োকেমিষ্ট ১ জন, হেলথ এডুকেটর ১ জন ও ফার্মাসিস্ট পদ ১টি- মোট ১১৬ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হইলেও অধ্যাপক ও উপাধ্যক্ষের পদ শূন্য রহিয়াছে কলেজের জন্মকাল হইতে এই পর্যন্ত। দুই মাস পূর্বে ডাঃ মতলুব আহমেদ অধ্যক্ষের পদ হইতে অন্যত্র বদলি হওয়ায় শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ মাসুদুর রহমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে চলতি দায়িত্ব পালন করিতেছেন। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। দিনাজপুর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যাও প্রকট। উক্ত কলেজে ৩৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করিলেও হোস্টেলে ২৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রীদের সীট রহিয়াছে। ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক সমস্যা থাকায় তাহারা যত্রতত্র রাত্রিযাপন করিতেছে।